ইচ্ছাকৃত সাওম ভেঙ্গে ফেলার বিধান

حكم الإفطار في نهار رمضان متعمداَ

< বাংলা - بنغالي - Bengali >



ইলমী গবেষণা এবং ফাওতয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

🙠🙣

অনুবাদক: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

**ترجمة: ذاكر الله أبو الخير**

**مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا**

ইচ্ছাকৃত সাওম ভেঙ্গে ফেলার বিধান

**প্রশ্ন:** যে ব্যক্তি রমযান মাসে শর‘ঈ কোনো ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত সাওম ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার কাফফারা কী?

**উত্তর:** যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সহবাসের মাধ্যমে সাওম ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার ওপর তাওবাসহ কাযা ও কাফফারা আবশ্যক। আর কাফফারা হচ্ছে:

১. কোনো মুমিন গোলাম আজাদ করা।

২. যদি তা করতে না পারে তাহলে দুই মাস লাগাতার সাওম রাখা।

৩. আর যদি তা করতে না পারে তাহলে ষাটজন গরীব-মিসকীনকে খাদ্য দেওয়া।

স্ত্রীর ওপরও অনুরূপ আবশ্যক যদি তাকে বাধ্য করে জোরপূর্বক সহবাস করা না হয়।

আর যদি পানাহারের মাধ্যমে সাওম ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার ওপর কাযা ও তাওবা আবশ্যক, কাফফারা আবশ্যক নয়।

সমাপ্ত

